নিজের উপন্যাস "ডার্কনেস অ্যাট নুন" প্রসঙ্গে

আর্থার ক্যেসলার

উপন্যাস নিজেই কথা বলে ; উপন্যাস-পড়া শেষ করার আগে লেখকের কণ্ঠস্বর যেন পাঠকের পড়ার বিঘ্ন না ঘণ্টায়। সেজন্য এই বইয়ের ভূমিকার বদলে প্রকাশের পরবর্তী কাহিনী বিবৃত করছি।

আমার তিন খণ্ডের উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড হচ্ছে "ডার্কনেস অ্যাট নুন"। অন্য দুটি খণ্ডের নাম "গ্ল্যাডিয়েটরস" এবং "অ্যারাইভাল অ্যাণ্ড ডিপারচার"। তিনটি বইয়ের মূল বিষয় এক : হিংসার মূল্যবোধ। একটি মহৎ আদর্শ রূপায়নের জন্য নিন্দনীয় পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত কিনা এবং উচিৎ হলে কতটা উচিত? প্রতিটি রাজনৈতিক নেতাকে জীবনের কোন এক পর্যায়ে এই বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের নেতারা—খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর 'দাস-বিদ্রোহ' (দি গ্ল্যাডিয়েটর" উপন্যাসের বিষয়) থেকে ১৯৩০ দশকে পুরাতন বলশেভিক নেতারা এবং ১৯৭০ দশকের শহুরে গেরিলারা—উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে সমস্যা থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পান না। অথচ এই সঙ্কটের তাৎপর্য একই সময়ে তাৎক্ষণিক ও সমকালীন সীমা ছাড়িয়ে যায়। স্তালিনের শাসনকালে সীমাহীন সন্ত্রাসের সময়কার অনুভূতি আমাকে "ডার্কনেস অ্যাট নুন" লিখতে উৎসাহিত করেছিল।

আমি ২৬ বছর বয়সে ১৯৩১ সালে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করি। এই সময়ে আমি বার্লিনের একটি উদারনৈতিক দৈনিকের বিজ্ঞান-সম্পাদক। কম্যুনিজম আমার কাছে নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিকল্প হিসাবে মনে হওয়ায় আমি কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করি। অডেন, ব্রেখট, মালরো, ডোস প্যাসেজ। সিলোনে, পিকাশো এবং আমরা প্রজন্মের অন্যান্য লেখক ও শিল্পীদের মতোই এক স্বপ্নময় শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি আমার নিকট ছিল অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। পশ্চিমী জগৎ যে সময়ে অর্থনৈতিক মন্দা ও রাজনৈতিক সঙ্কটের আবর্তে হাবিডুবি খাচ্ছিল। সেই সময় আমাদের নিকট রাশিয়া এক সঙ্কটমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজের প্রতীক বলে মনে হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে নাৎসীরা যখন জার্মানিতে ক্ষমতা দখল করে। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে আমার এক বছর কাটানো হয়ে গিয়েছে। রাশিয়ার লেখক ফেডারেশনের অতিথি হিসাবে আমি ১৯৩২ সালে রাশিয়া যাই। পরে মস্কো ত্যাগ করে আমি পারী যাই। ফ্যাসিস্ত জার্মানির হাতে ফ্রান্সের পতনের পর আমি ফ্রান্স থেকে পালিয়ে ইংলণ্ডে যাই। আমি মোট ৭ বছর কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলাম।

রাশিয়াতে ধীরে ধীরে আমার মোহমুক্তি ঘটছিল। এই মোহমুক্তির তীব্র জ্বালা অনুভব করি ১৯৩৫ সালে। ঐ বছর পার্টি শোধন করার নামে গ্রেট পার্জে আমার বেশীরভাগ কমরেড নিখোঁজ হয়ে যায়। পরের বছর আমি স্পেনের গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ি এবং ফ্রাঙ্কোর জেলে চার মাস কাটাই। স্পেনের গৃহযুদ্ধ, জেল এবং অন্যান্য ঘটনার জন্য (যা আমি "অদৃশ্য লেখা" "পরাভূত দেবতা" প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণনা করেছি। কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমার সম্পর্ক চূড়ান্তভাবে ছিন্ন করতে দেরি হয়। ১৯৩৮ সালে আমি কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিই এবং ঐ বছরেই আমি "ডার্কনেস অ্যাট নুন" উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করি।

যে-ঘটনার জন্য আমি পার্টির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, সেই ঘটনাটি হচ্ছে তথাকথিত "সোভিয়েত বিরোধী দক্ষিণপন্থী ও ট্রটস্কিপন্থীদের বিচার" ঐ বছরের বসন্তকালে মস্কোতে ঐ বিচারের প্রহসন শুরু হয়। আগেকার সব অবিশ্বাস্য ঘটনা ও সন্ত্রাস এই ঘটনার কাছে ম্লান হয়ে গেল। এই 'মামলা' অভিযুক্ত কারা? কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের প্রেসিডিয়ামের প্রেসিডেন্ট নিকোলাই বুখারিন। তাঁর দুবছর আগেকার প্রেসিডেন্ট জিনোভিয়েভ। উক্রেন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এবং ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান রকোভস্কি, স্তালিনের আগে উক্রেন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি এবং জার্মানিতে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত নিকেলাই ক্রেসটিনস্কি, লেনিনের মৃত্যুর পর পিপলস কমিশনার পর্ষদের প্রেসিডেন্ট রাইকভ, মস্কোর গুপ্ত পুলিশের প্রাক্তন সংগঠক ইয়াগোদা, যে তার আগের সংগঠককে বিষ খাইয়ে মেরেছিল। ইয়াগোদা স্বীকার করেছিল যে, সে ম্যাকসিম গোর্কিকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছিল। এই বিচারে অবিশ্বাস্যতা এত নিচে নেমেছিল যে, অভিযুক্তদের দোষ স্বীকার সত্যি বলে ধরলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, প্রথম কুড়ি বছর যাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশানাল পরিচালনা করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন ধনতান্ত্রিক দেশগুলির গোপন এজেন্ট ও ষড়যন্ত্রকারী।

পশ্চিমের দেশগুলিতে যাঁরা সোভিয়েত ব্যবস্থা ও মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিক বিতর্কের সঙ্গে অপরিচিত, তাঁদের নিকট এই "শো-ট্রায়াল" (লোক-দেখানো বিচার) অভিযুক্তদের স্বীকারোক্তি আমাদের যুগের একটি বড় বিস্ময় বলে মনে হয়েছিল। ঐ পুরানো বলশেভিক ও বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ জীবনে বহুবার মৃত্যুভয়কে অগ্রাহ্য করেছেন, শুনলে চুল খাড়া হয়ে যায়, এমন মিথ্যা স্বীকারোক্তি তাঁরা কী ভাবে করতে পেরেছিলেন? অনেকে নিজেদের জীবন বাঁচাতে চেয়েছিলেন, অনেকে তাঁদের পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার কথা ভেবেছিলেন, অনেকে নির্যাতনের দলে মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেও অনেকে ছিলেন, তাদের ৩০ থেকে ৪০ বছর বিপ্লবী জীবন ছিল, বার বার জারের জেলে ও সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে কাটিয়েছেন। এঁরা কী করে নিজেদের বিপ্লবী সত্তাকে পুরোপুরি বিসর্জন দিয়েছিলেন, তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এই গোঁড়া বিপ্লবীগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র হচ্ছে রুবাশোভ।

উপন্যাসে যে ব্যাখ্যা পরিচিত হল। সেটি হচ্ছে "অপরাধ স্বীকারের রোবাশভ থিয়োরি" এবং এই ব্যাখ্যা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ বিতর্ক চলে। যাই হোক, ধীরে ধীরে ব্যক্তির মনোবল নষ্ট করার বিভিন্ন পদ্ধতি পশ্চিমী জগতে পরিচিতি হল। এই পদ্ধতির মুখরোচক নাম হল "মস্তিষ্ক-ধোলাই"।

মস্কো-বিচারে এই পদ্ধতির সফল প্রয়োগ হয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কয়েকটি সোভিয়েত ঔপনিবেশিক দেশে, যেমন হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, এমনকী উত্তর কোরিয়াতেও এই গোপন নির্যাতন ও বিচারের অভিনয় হয়েছে। এটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির সঙ্গে দৈহিক নির্যাতনের সংমিশ্রণ অথবা মাদকদ্রব্যের প্রয়োগ কিংবা আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, প্রতিরোধ-ক্ষমতা এবং নৈতিক বিশ্বাসের পেয়ে একাধিক পদ্ধতির প্রয়োগে। প্রচুর সংখ্যক আক্রান্ত ব্যক্তি দৈহিক নির্যাতন, ভয় দেখানো ও প্রতিশ্রুতির জন্য এমন মিথ্যা "স্বীকারোক্তি" করেছে যে, সে যেন ইফেল টাওয়ারটি মরচে ধরা লোহার দামে বিক্রি করেছে। এমন অবিশ্বাস্য মিথ্যা অবলীলাক্রমে বলেছে। "ডার্কনেস অ্যাট নুনে"র বিষয় ছিল : ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠী নেতৃস্থানীয় পুরানো বলশেভিক নেতারা, যাঁরা রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবকে সম্ভব করেছিলেন, পৃথিবীর চেহারা বদলে দিয়েছিলেন অথচ তাঁরাই আবার নিজেদের কলঙ্কের নিন্দা-পঙ্কে নিমজ্জিত করেন। আমার মনে হয়েছিল, তাঁদের অবিশ্বাস্য অপরাধ স্বীকার নির্যাতন ও দাসা * বসবাসের প্রলোভনের জন্য নয়। তাঁরা মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাঁদের আদর্শে বিশ্বাসের জন্য, তাঁদের বিশ্বাসের নিজস্ব যুক্তিতে। নির্মম নির্যাতনের ডায়ালেকটিকে ওস্তাদ গ্লেটকিনসরা মানুষের মহত্তম বৈশিষ্ট্যে, কর্তব্য ও আত্মত্যাগের নিকট আবেদন করে বোরাশভদের মানসিক প্রতিরোধ-ক্ষমতা নষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যে-সমস্ত সমালোচক এই পদ্ধতি অনুধাবনে অসমর্থ এবং অপরাধ স্বীকারের রোবাশভ থিয়োরি লেখকের কল্পনা-বিলাস বলে মনে করেন, তাঁরা সাধারণ জ্ঞানগম্যির অধিকারী হলেও স্বৈরতন্ত্রী আদর্শগুলির মোহজাল সৃষ্টির ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা করতে অসমর্থ। পশ্চিমী দেশগুলির বেশীরভাগ রাজনীতিকেরা এই শ্রেণীর হওয়ায় তাঁরা এই বইয়ের বক্তব্য বা সতর্কবাণী অনুধারণ করতে পারেননি।

"ডার্কনেস অ্যাট নুন" ১৯৪০ সালে ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়। বইটি বামপন্থী মহলে আলোচিত হয়। কিন্তু বইটি যে পাঠকদের মনে সাড়া জাগাতে পারেনি, তার প্রমাণ প্রথম বছরে মাত্র ৪ হাজার বই বিক্রি। *ফ্রান্সে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই বইটি ছাপা হয় এবং চার লক্ষ কপি বিক্রি হয়। ফরাসী*

* দাসা — রুশ কম্যুনিস্ট নেতাদের জন্য সমুদ্রতীরে নিজস্ব বিলাস-বহুল বাংলো।

দেশে প্রকাশনার জগতে আর কোনো বই এত বেশী বিক্রি হয়নি। কিন্তু এটা ছিল রাজনৈতিক ঘটনা, সাহিত্য সম্পর্কিত ঘটনা (literary event) নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানিরা ফ্রান্স দখল করায় যুদ্ধের শেষে কম্যুনিস্টরা সবচেয়ে শক্তিশালী ও সুগঠিত রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে কম্যুনিস্টরা সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করেছিল, শ্রমিক সংগঠনগুলির উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং পরোক্ষভাবে ভয় দেখিয়ে বা ব্ল্যাকমেল করে তাঁদের ইচ্ছা আদালত, প্রকাশনা জগৎ এবং পত্র-পত্রিকার সম্পাদক অফিসকে, সিনেমা, শিল্প ও সাহিত্যিক গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করত।

ফ্রান্সের এই শ্বাসরোধকারী পরিবেশে দশ বছর আগে ঘটে যাওয়া রাশিয়ার পার্জের উপর বর্ণিত এই উপন্যাসের ঘটনাগুলি সমসাময়িক ঘটনার প্রতিবিম্ব বলে মনে হয়েছিল। এক ইঙ্গিতময় প্রাসঙ্গিকতা মানুষের মনের ওপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। সাম্প্রতিক ঘটনার কান্না এত সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারত না। ঘটনাক্রমে এটি ছিল যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্তালিনবাদের সমালোচনামূলক প্রথম বই। কম্যুনিস্ট পার্টির নিজস্ব ভাষায় উপন্যাসের চরিত্রেরা কথা বলেছে, বলশেভিকদের পুরানো ও অভিজ্ঞ নেতারাই উপন্যাসের নায়ক। সুতরাং 'প্রতিক্রিয়াশীল', 'বুর্জোয়া' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে উপন্যাসটিকে বাতিল করা সম্ভব ছিল না। তাই কম্যুনিস্টরা প্রথমে প্রকাশককে ভয় দেখাতে আরম্ভ করে। কিন্তু ভয় দেখিয়ে কাজ না হওয়ায় শহরতলি ও প্রদেশের বইয়ের দোকানগুলি থেকে সব বই কিনে পোড়াতে আরম্ভ করে। ফলে বইয়ের দুটি সংস্করণের মাঝের সময়টিতে বইয়ের মূল দামের চেয়ে ৪ থেকে ৫ গুণ বেশী দামে বিক্রি হতে থাকল। আড়াই লক্ষ কপি বিক্রি হওয়ার পর জনসভায় বই ও বইয়ের লেখককে আক্রমণ করার জন্য কম্যুনিস্ট লেখকদের নির্দেশ দেওয়া হয়। সন্ত্রাসের ভয় বাড়তে থাকায় ফরাসী অনুবাদক বইতে ছদ্মনাম ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। শেষদিকে বইতে ঐ ছদ্মনামও আর ছাপা হত না। শেষ দিকের সংস্করণগুলিতে ফরাসী অনুবাদকের নাম একেবারেই ছাপা হয়নি।

ফ্রান্সের সংবিধান কেমন হবে। সে-বিষয়ে গণভোট গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ আগে এই বিতর্ক তীব্র আকার ধারণ করে। গণভোটে কম্যুনিস্টদের প্রস্তাব বেশী ভোট পেলে, সংখ্যাগতভাবে কম্যুনিস্ট পার্টি সরকারের পুরো নিয়ন্ত্রণ পেত। কম্যুনিস্টদের প্রস্তাব গণভোটে পরাজিত হয়। গণভোটের শেষে ফ্রান্সের একটি প্রধান দৈনিক সম্পাদকীয়, নিবন্ধে গণভোটের প্রচার নিয়ে মন্তব্য করে যে, গণভোটে কম্যুনিস্টদের পরাজয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ হল le Zero etl' Infine বইটি। (ফরাসী অনুবাদে উপন্যাসটির নাম)

আমার জীবনে নৈরাশ্যের সময় জীবনের কয়েকটি ঘটনার কথা মনে করে আমি মনে শান্তি পাই এবং আমার নৈরাশ্য দূর হয়। আমি এখানে যে-ঘটনার উল্লেখ করলাম। তা কয়েকটি ঘটনার মধ্যে পড়ে।

"ডার্কনেস অ্যাট নুন" পৃথিবীর ৩৩টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ-বই হিসাবে ছাপানোর আগে 'সামিজদাদ' বা গোপনে প্রচারিত বই হিসাবে বিক্রি হত।

(নিউ স্টেটসম্যান (লণ্ডন) ১৮ আগস্ট ১৯৭৮)

অনুবাদ : নিরঞ্জন হালদার

[অনুবাদকের সংযোজন : আর্থার ক্যেসলার কলকাতায় এসেছিলেন ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'রিলিফ অ্যাণ্ড লিটারেচার" সেমিনারে যোগ দিতে। অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউটে আর্থার ক্যেসলারের উদ্বোধনী বক্তৃতা শুনতে হল ভর্তি মানুষ দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। কলকাতায় এত লোক আর্থার ক্যেসলারের বই পড়েছেন। সেমিনারের দুই দিন পুরো সময় তিনি সকলের কথা শুনেছেন। সেমিনারের শেষে একদিন সকালে ৫ নং পার্ল রোডে আবু সয়ীদ আইয়ুব, ক্যেসলার ও পোলিশ সাহিত্য পত্রিকা 'কনটেমপোরারির"র সম্পাদক শিমোনস্কির আলোচনার নীরব শ্রোতা হওয়ার বিরল অভিজ্ঞতা আজও ভুলে যাইনি।]